সমকাল

তারিখ 12 SEP 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রতিদিন নৌকায় চড়ে স্কুলে যায় নাজিরপুরের উত্তর গাওখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ■ সমকাল

১২ মাসই শিক্ষার্থীদের ভরসা নৌকা

■ **ফিরোজ মাহমুদ**, *নাজিরপুর (পিরোজপুর)*

সড়ক যোগাযোগ নেই, আছে শুধু বিস্তীর্ণ খাল আর বিল। এমন অবহেলিত জনপদের স্কুলে আসা-যাওয়ার একমাত্র বাহন নৌকা। ১২ মাসই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষার্থীরা নৌকা চালিয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া করছে। বর্ষা মৌসুমে তারা সহজেই নৌকায় স্কুলে আসা-যাওয়া করতে পারলেও বর্ষা মৌসুমের শেষদিকে পড়তে হয় কচুরিপানার বিড়ম্বনায়। আবার শীত মৌসুমে খালের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় নৌকাও চলে না। তখন জোয়ারের অপেক্ষায় থাকতে হয় তাদের। এ সময় জোয়ার-ভাটা অনুসরণ করে চলে বিদ্যালয়ের পাঠদান।

নাজিরপুরে নেই প্রয়োজনীয় সড়ক

এভাবে নানা জানা-অজানা শঙ্কায় পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার দেউলবাড়ী ইউনিয়নের অবহেলিত বিলাঞ্চলের ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট নৌকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১২ মাসই স্কুলে আসা-যাওয়া করে।

উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে দেউলবাড়ী ইউনিয়নটি সবচেয়ে অবহেলিত। এ ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬টি ওয়ার্ডেই রয়েছে ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যার মধ্যে ৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ ৩টি দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা। এ ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য কোনো সড়ক যোগাযোগ নেই। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একমাত্র ভরসা নৌকা। বর্ষা মৌসুমের চিত্র চারদিকে পানি আর পানি। আবার শীতকালে খাল-বিল শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায়। এ সময় কোনো বাহনই চলে না। তখন জোয়ার-ভাটা নির্ণয় করে দেওয়া হয় স্কুলের সময়সূচি। উত্তর গাওখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিলীপ রায় বলেন, এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত খালে পানি থাকে, তখন নৌকায় আসা-যাওয়া করা যায়। অক্টোবর ও নভেম্বরে কচুরিপানার কারণে খাল বন্ধ হয়ে যায়। তখন অধিকাংশ শিক্ষার্থী স্কুলে আসতে পারে না। ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে খালে পানি থাকে না, তখন জোয়ার-ভাটা অনুসরণ করে স্কুল চালাতে হয়।

একই অভিযোগ করেন মনোহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমীরণ রায়, মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিল বড়াল।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, সড়ক যোগাযোগ না থাকায় বিলাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা কষ্ট করেই স্কুলে আসা-যাওয়া করে। এ কারণে স্কুলে উপস্থিতিও কম।

পিরোজপুর জেলা প্রশাসক মো. খায়রুল আলম শেখ বলেন, স্কুলগুলোর বিরাজমান সমস্যা সমাধানের জন্য শিগগিরই সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিভাগের কাছে চিঠি পাঠানো হবে।